



সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৪৯
WEEKLY BOOKLET-249

আমীরে আহলে সুন্নাত www.ijaz.com এর লিখিত
কিতাব “৫৫০টি সুন্নাত ও আদব” এর একটি অংশ

১২৩টি সুন্নাত ও আদব

সালামের ১১টি মাদানী ফুল

৩

কথাবার্তা বলার ১২টি মাদানী ফুল

৭

শয়ন ও আগরনের ১৫টি মাদানী ফুল

১৩

মিসওয়াকের ২২টি মাদানী ফুল

২২

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়ারতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আব্দুমা মাওলানা আবু বিলাল

ইনহিয়াস আত্তার কাদেরী রযবী www.ijaz.com

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
 أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

এই বিষয়বস্তু “৫৫০টি সুন্নাত ও আদব” কিতাবের বিভিন্ন জায়গা থেকে নেয়া হয়েছে

১২৬টি সুন্নাত ও আদব

দরুদ শরীফের ফযীলত

এক যুবক কাবা শরীফ তাওয়াফ করার সময় শুধু দরুদ শরীফ পাঠ করছিল, কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করলো: তাওয়াফ করার সময় তোমার অন্য কোন দোয়া বা বাক্য আসে না? সে বললো: দোয়া তো আসে কিন্তু কথা হলো এটা যে, আমি ও আমার পিতা দুজনই হজ্জ করার জন্য বের হয়েছিলম, আব্বাজান হঠাৎ রাস্তায় অসুস্থ হয়ে ইস্তেকাল করলো, তাঁর চেহারা কালো হয়ে গেল, চোখ উল্টে গেল এবং পেট ফুলে গেল! আমি অনেক কান্না করলাম এবং বললাম: **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** যখন রাতের অন্ধকার চারিদিকে ছেয়ে গেল তখন আমার চোখে ঘুম আসতে লাগলো, আমি শুয়ে গেলাম তখন আমি স্বপ্নে সাদা পোশাকে আবৃত একজন সুবাসিত সুন্দর ও নূরানী সত্তার যিয়ারত হলো, তিনি আমার মরহুম

পিতার নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন নিজের নূরানী হাত মোবারক তাঁর চেহারা ও পেটের উপর বুলিয়ে দিলেন, দেখতে দেখতে আমার মরহুম পিতার চেহারা দুধের চেয়ে অধিক সাদা ও উজ্জল হয়ে গেলো, আর পেটের অবস্থাও স্বাভাবিক হলে গেল, যখন ঐ বুয়ুর্গ পূনরায় চলে যেতে লাগলো তখন আমি তাঁর পবিত্র কদম আঁকড়ে আরয করলাম: হে আমার সর্দার! আপনাকে তাঁর শপথ! যিনি আপনাকে এই জঙ্গলে আমার মরহুম পিতার জন্য রহমত হিসাবে পাঠিয়েছেন, আপনি কে? আমি তো মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, তোমার পিতা অনেক গুনাহগার ছিল কিন্তু আমার উপর অধিক হারে দরুদ শরীফ পাঠ করতো, যখন তার উপর এই বিপদ আসলো তখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করেছিল, সুতরাং আমি তার প্রার্থনা কবুল করি আর আমি ঐ সকল ব্যক্তির প্রার্থনা কবুল করি যারা এই দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় আমার উপর অধিক হারে দরুদ শরীফ পাঠ করে।

(রউথুর রিয়াহীন, ১৩১ পৃষ্ঠা,)

ফরিয়াদ উম্মতী জু করে হালে যার মে,
মুমকিন নেহি কে খায়রে বসর কো খবর না হো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

সালামের ১১টি মাদানী ফুল

(১) কোন মুসলমানের সাথে সাক্ষাতের সময় সালাম করা সুন্নাত। (ইসলামী বোনেরাও বোনদের এমনকি মুহরিমকে সালাম দিবে) (২) “সালাম করার সময় অন্তরে যেন এ নিয়ত থাকে যে, আমি যাকে সালাম করছি, তার সম্পদ ও মান সম্মান সবকিছু আমার হিফায়তে এবং আমি এসব কিছুর কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করাকে হারাম মনে করছি, (৩) দিনে যতবার সাক্ষাৎ হয়, এক রুম থেকে অন্য রুমে বারবার আসা যাওয়া করার সময় সেখানে উপস্থিত মুসলমানদেরকে সালাম করা সাওয়াবের কাজ, (৪) আগে সালাম করা সুন্নাত, (৫) প্রথমে সালামকারী আল্লাহ পাকের নিকটবর্তী ও প্রিয়, (৬) প্রথমে সালাম দানকারী ব্যক্তি অহংকার থেকে মুক্ত। যেমন- প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “সর্বপ্রথম সালামকারী অহংকার মুক্ত।” (শুয়াবুল ইমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৩৩ পৃষ্ঠা) (৭) প্রথমে সালাম প্রদানকারীর উপর ৯০টি রহমত এবং উত্তর প্রদানকারীর উপর ১০টি রহমত অবতীর্ণ হয়। (কিমিয়ায়ে সাআদাত) (৮) السَّلَامُ عَلَيْكُمْ বললে দশটি নেকী অর্জন হয় সাথে رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বৃদ্ধি করলে ২০টি নেকী

অর্জন হয় এবং ﷺ, বৃদ্ধি করলে ৩০টি নেকী অর্জন হয়। অনেকেই সালামের সাথে জান্নাতুল মকাম এবং দোযখ হারাম ইত্যাদি শব্দ বৃদ্ধি করে এটা ভুল পদ্ধতি বরং অনেকেই ইচ্ছাকৃত ভাবে (আল্লাহর পানাহ! এটা পর্যন্ত বলে আপনার সন্তান আমার গোলাম) ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ২২তম খন্ডের ৪০৯ পৃষ্ঠাতে লিখেন: কমপক্ষে السَّلَامُ عَلَيْكُمْ আর এর চাইতে উত্তম رَحْمَةُ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ মিলানো, সর্বোত্তম হচ্ছে; ﷺ, শামিল করা, এর অতিরিক্ত করা উচিত নয়। সালামকারী যত শব্দ বলেছে উত্তরে ততটুকু অবশ্যই বলুন, উত্তম হচ্ছে কিছুটা বৃদ্ধি করা। সালাম প্রদান কারী السَّلَامُ عَلَيْكُمْ বললে, উত্তরে সে وَعَلَيْكُمْ اللهُ বলবে। আর যদি সে رَحْمَةُ اللهِ وَعَلَيْكُمْ اللهُ বলবে। আর যদি وَعَلَيْكُمْ اللهُ وَرَحْمَةُ اللهِ বলবে। আর যদি ﷺ, পর্যন্ত বলে, তবে উত্তর প্রদানকারী ততটুকুই বলবে এর অতিরিক্ত বলবে না। আল্লাহ্ পাকই অধিক জানেন। (৯) এভাবে উত্তরে وَعَلَيْكُمْ اللهُ وَرَحْمَةُ اللهِ বললে ৩০টি নেকী অর্জন করতে পারবেন, (১০) সালামের উত্তর সাথে সাথে এতটুকু আওয়াজে দেওয়া ওয়াজিব যেন সালাম

প্রদানকারী শুনতে পায়) (১১) সালাম ও সালামের উত্তরের সঠিক উচ্চারণ মুখস্থ করে নিন। السَّلَامُ عَلَيْكُمْ এবার উত্তর পুনরাবৃত্তি করবেন وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ ।

রিযায়ে হক কেলিয়ে তুম সালাম আম করো,
সালামতি কে তালব গার হো সালাম করো ।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

মুসাফাহার ১৪টি মাদানী ফুল

- (১) দু'জন মুসলমানের সাক্ষাতের সময় সালামের পর উভয় হাতে মুসাফাহা করা অর্থাৎ উভয় হাত মিলানো সুন্নাত ।
- (২) বিদায়ের সময় সালাম করণ এবং হাতও মিলাতে পারেন, (৩) নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যখন দু'জন মুসলমান সাক্ষাৎ করে মুসাফাহা করে এবং একে অপরের সাথে কুশল বিনিময় করে, তবে আল্লাহ্ পাক তাদের মাঝে ১০০টি রহমত অবতীর্ণ করেন, তার মধ্যে ৯০টি রহমত একটু বেশি উৎফুল্ল ও ভালভাবে আপন ভাইয়ের কুশল জিজ্ঞাসাকারীর জন্য অবতীর্ণ হয় ।” (আল মুজামুল আওসাত, লিত তাবরানী, ৫ম খন্ড, ৩৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৬৭৬)
- (৪) যখন দুইজন বন্ধু পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে মুসাফাহা

করে এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে, তবে তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের আগে ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। (শুয়াবুল ইমান লিল বায়হাকী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৯৪৪) (৫) হাত মিলানোর সময় দরুদ শরীফ পাঠ করে সম্ভব হলে এ দোয়াটিও পাঠ করুন يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ (অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে ও তোমাদের ক্ষমা করুক) (৬) দুইজন মুসলমান মুসাফাহার সময় যে দোয়া করে إِنَّ شَاءَ اللهُ তা কবুল হবে। উভয় হাত পৃথক হওয়ার পূর্বে إِنَّ شَاءَ اللهُ মার্গফিরাত হয়ে যাবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খন্ড, ২৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৪৫৪) (৭) পরস্পর হাত মিলানোর ফলে শত্রুতা দূর হয়ে যায়, (৮) প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে মুসলমান আপন ভাইয়ের সাথে মুসাফাহা করে এবং কারো মনে কারো সাথে শত্রুতা না থাকে, তাহলে হাত পৃথক হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ্ পাক তাদের আগে ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং যে কেউ আপন ভাইয়ের প্রতি ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখবে আর তার অন্তরে যদি শত্রুতার ভাব না থাকে, তবে দৃষ্টি ফিরানোর আগেই উভয়ের আগের ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (কানযুল উম্মাল, ৯ম খন্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা) (৯) যতবারই সাক্ষাৎ হয় ততবারই হাত

মিলাতে পারবেন, (১০) উভয়ের পক্ষ থেকে এক হাত মিলানো সুন্নাত নয়, মুসাফাহা উভয় হাতে করা সুন্নাত। (১১) অনেকেই শুধুমাত্র আঙ্গুল সমূহ স্পর্শ করায়, এটা সুন্নাত নয়, (১২) হাত মিলানোর পর নিজের হাত চুমু খাওয়া মাকরুহ। হাত মিলানোর পর নিজের হাতের তালু চুম্বনকারী ইসলামী ভাই নিজের এ অভ্যাস ত্যাগ করুন। (বাহারে শরীয়াত, ১৬ খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা হতে সংক্ষেপিত) (১৩) যদি আমরদ তথা সুদর্শন বালকের সাথে হাত মিলানোতে কামভাব সৃষ্টি হয়, তবে তার সাথে হাত মিলানো বৈধ নয় বরং যদি দেখার ফলে কামভাব আসে, তাহলে দেখাও গুনাহ। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা) (১৪) মুসাফাহা করার সুন্নাত হচ্ছে, হাত মিলানোর সময় রুমাল ইত্যাদি যেন আড়াল না হয়, উভয়ের হাতের তালু খালি থাকে এবং তালুর সাথে তালু স্পর্শ করা চাই।

(বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ৯৮ পৃষ্ঠা)

কথাবার্তা বলার ১২টি মাদানী ফুল

(১) মুচকি হেসে ও উৎফুল্লতার সাথে কথাবার্তা বলুন,
 (২) মুসলমানের মন খুশি করার নিয়তে ছোটদের সাথে স্নেহ ভরা এবং বড়দের সাথে শ্রদ্ধার ভাব রাখুন **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** সাওয়াব অর্জনের সাথে সাথে উভয়ের নিকট আপনি সম্মানিত হবেন,

(৩) চিৎকার করে কথাবার্তা বলা, যেমন- আজকাল বন্ধু মহলে হয়ে থাকে, এটা সুন্নাত নয়, (৪) চাই একদিনের বাচ্চাও হোক না কেন ভাল ভাল নিয়তে তাদের সাথেও ‘আপনি’ ‘জনাব’ করে কথাবার্তা বলার অভ্যাস করুন, আপনার চরিত্রও উত্তম হবে সাথে সাথে বাচ্চাও ভদ্রতা শিখবে, (৫) কথা বলার সময় পর্দার স্থানে হাত লাগানো, আগুলের মাধ্যমে শরীরের ময়লা পরিষ্কার করা, অন্যজনের সামনে বারবার নাক স্পর্শ করা কিংবা নাকে বা কানে আগুল প্রবেশ, থুথু নিষ্ক্ষেপ করতে থাকা ভাল অভ্যাস নয়। এগুলোর মাধ্যমে অন্যান্যদের ঘৃণার সৃষ্টি হয়, (৬) যতক্ষণ দ্বিতীয় ব্যক্তি কথা বলবে মনোযোগ সহকারে শুনুন, তার কথা কেটে নিজের কথা শুরু করা সুন্নাত নয়, (৭) কথাবার্তা বলা অবস্থায় বরং সর্বাবস্থায় অটুহাসি দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। কেননা, নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কখনোই অটুহাসি দেননি, (৮) বেশি কথা বললে এবং বারবার অটুহাসি দিলে প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়, (৯) প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যখন তুমি দেখবে যে কোন বান্দাকে পার্থিব অনাসক্তি ও স্বল্পভাষী হওয়ার নেয়ামত দ্বারা ধন্য করা হয়েছে, তবে তুমি তার নৈকট্য ও

সঙ্গ অবলম্বন করো। কেননা, এসব লোককে হিকমত দান করা হয়।” (সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ৪২২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪১০১) (১০) শ্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে চুপ রইল সে মুক্তি পেল।” (সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৫০৯) মিরাতুল মানাজিহ এর মধ্যে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কথাবার্তা চার ধারণের, (১) একান্ত ক্ষতিকর বরং পুরো কথাটাই ক্ষতিকর, (২) একান্ত উপকারী, (৩) কিছু ক্ষতিকর কিছু উপকারী, (৪) না উপকারী না ক্ষতিকর। একান্ত ক্ষতিকর কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন। একান্ত উপকারী কথাবার্তা অবশ্যই করণ, যে কথাবার্তায় উপকারও রয়েছে ক্ষতিও রয়েছে, তা বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করণ, উত্তম হচ্ছে না বলা। চতুর্থ প্রকারের কথাবার্তা (অর্থাৎ না উপকারী, না ক্ষতিকর) দ্বারা সময় নষ্ট হয়। এসব কথায় ভারসাম্য রক্ষা (উপকারী কিংবা অপকারী কথার পার্থক্য) করা কঠিন হয়ে পড়ে, চুপ থাকাটাই উত্তম। (মিরাতুল মানাজীহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৬৪ পৃষ্ঠা) (১১) কারো সাথে কোন কথাবার্তা বলতে কোন সঠিক উদ্দেশ্য থাকা চাই, সর্বদা শ্রোতার যোগ্যতা ও মনমানসিকতা অনুযায়ী কথাবার্তা বলা উচিত, (১২) খারাপ আলাপ ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে

সর্বদা দূরে থাকুন, গালি-গালাজ থেকে বিরত থাকুন। মনে রাখবেন! কোন মুসলমানকে শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া গালি দেওয়া অকাট্য হারাম। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১তম খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা) এবং অশ্লীল কথাবার্তাকারীর জন্য জান্নাত হারাম। নবীদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম, যে ব্যক্তি অশ্লীল কথাবার্তার মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করে।” (কিতাবুস সামত মাআ মাওসুআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া সম্বলিত, ৭ম খন্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩২৫)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

হাঁচির আদব সম্পর্কিত ১৭টি মাদানী ফুল

দু'টি হাদীস শরীফ: (১) “আল্লাহ্ পাক হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলাকে অপছন্দ করেন।” (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬২২৬) (২) যখন কারো হাঁচি আসে আর সে أَلْحَمْدُ لِلَّهِ বলে তখন ফিরিশতাগণ رَبِّ الْعَالَمِينَ বলে। যদি সে رَبِّ الْعَالَمِينَ বলে, তবে ফিরিশতাগণ বলেন: আল্লাহ পাক তোমার উপর দয়া করুক। (আল মুজামুল কবীর, ১১তম খন্ড, ৩৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২২৮৪) (৩) হাঁচি আসলে মাথা নিচু করুন, মুখ ঢেকে রাখুন এবং নিম্ন স্বরে বের করুন, উচ্চ স্বরে হাঁচি দেওয়া বোকামী। (রাদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৮৪ পৃষ্ঠা) (৪) হাঁচি আসলে أَلْحَمْدُ لِلَّهِ বলা চাই। খাযাইনুল

ইরফান ওয় পৃষ্ঠায় তাহতাবীর বরাতে লিখেন: হাঁচি আসলে আল্লাহ্ পাকের প্রশংসা করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। উত্তম হচ্ছে; **بَلَا أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ كَيْفَمَا أَلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**। (৫) শ্রবণকারীর উপর তৎক্ষণাৎ **يُرْحَمُكَ اللَّهُ** (অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তোমার উপর দয়া করুক) বলা ওয়াজিব এবং এতটুকু আওয়াজে বলুন যেন হাঁচি দাতা শুনতে পায়। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ১১৯ পৃষ্ঠা) (৬) উত্তর শুনে হাঁচি দাতা এভাবে বলুন: **يَهْدِيكُمْ اللَّهُ** (অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে ও তোমাদেরকে ক্ষমা করুক) অথবা এভাবে বলুন: **يُضِلُّكُمْ بِاللَّحْمَةِ** (অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তোমাদের হিদায়াত দিক ও তোমাদের পরিশুদ্ধ করুক) (৭) কারো হাঁচি আসলে **أَلْحَمْدُ لِلَّهِ** **عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ** বলে এবং নিজের জিহ্বা সকল দাঁতের উপর প্রদক্ষিণ করায়, তবে **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** দাঁতের রোগ থেকে মুক্ত থাকবে। (মিরআতুল মানাজ্জিহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৯৬ পৃষ্ঠা) (৮) হযরত সায়্যিদুনা শেরে খোদা আলী **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** বলেন: যে কেউ হাঁচি আসলে **أَلْحَمْدُ لِلَّهِ** **عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ** বলে, তবে কখনো মাড়ি ও কানের ব্যথায় আক্রান্ত হবে না। (মিরকাতুল মাফতিহ, ৮ম খন্ড, ৪৯৯ পৃষ্ঠা, ৪৭৩৯ নং হাদীসের পাদটীকা) (৯) হাঁচি দাতার উচিত উচ্চ স্বরে **أَلْحَمْدُ لِلَّهِ** বলা, যাতে

অন্যরা শুনে এর উত্তর দেয়। (রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৮৪ পৃষ্ঠা)

(১০) হাঁচির উত্তর একবার দেওয়া ওয়াজিব দ্বিতীয়বার আসলো এবং পুনরায় **اللَّحْدُ لِلَّهِ** বললো, তবে পুনরায় উত্তর দেওয়া ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব। (আলমগীরী, ৫ম খন্ড, ৩২৬ পৃষ্ঠা)

(১১) উত্তর প্রদান তখন ওয়াজিব হবে যখন হাঁচিদাতা **اللَّحْدُ لِلَّهِ** বলে। **اللَّحْدُ لِلَّهِ** না বললে উত্তর প্রদান করতে হবে না। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ১২০ পৃষ্ঠা)

(১২) খুতবার সময় কারো হাঁচি আসলে শ্রবণকারী উত্তর দিবেন না। (ফতোওয়ায়ে কাজীখান, ২য় খন্ড, ৩৭৭ পৃষ্ঠা)

(১৩) কয়েকজন ইসলামী ভাই উপস্থিত থাকলে তন্মধ্যে কিছু ইসলামী ভাই উত্তর দিলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। তবে উত্তম হচ্ছে; সবাই উত্তর দেয়া। (রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৮৪ পৃষ্ঠা)

(১৪) দেয়ালের পিছনে কারো হাঁচি আসলে আর সে যদি **اللَّحْدُ لِلَّهِ** বলে, তবে শ্রবণকারী এর উত্তর প্রদান করবে। (প্রাগুক্ত)

(১৫) নামাযে হাঁচি আসলে চুপ থাকবে, আর **اللَّحْدُ لِلَّهِ** বলে ফেললেও নামাযে অসুবিধা হবে না। আর যদি ঐ সময় **اللَّحْدُ لِلَّهِ** না বলে, তবে নামায সমাপ্ত করে বলবে। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা)

(১৬) আপনি নামায পড়ছেন এমতাবস্থায় কারো হাঁচি আসলো, আর আপনি জবাব দেওয়ার নিয়্যতে **اللَّحْدُ لِلَّهِ** বলে ফেললেন, তবে আপনার

নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা) (১৭) কোন কাফিরের হাঁচি আসলো আর সে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বললো, তবে এর উত্তরে يَهْدِيْكُمْ اللّٰهُ (অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তোমাকে হিদায়াত দান করুক) বলা যাবে। (রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৮৪ পৃষ্ঠা)

শয়ন ও জাগরনের ১০টি মাদানী ফুল

(১) শয়ন করার আগে বিছানাকে ভালভাবে ঝেড়ে নিন যাতে কোন ক্ষতিকর পোকা মাকড় ইত্যাদি থাকলে বের হয়ে যায়, (২) শয়ন করার আগে এ দোয়াটি পড়ে নিন: اَللّٰهُمَّ بِاَسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَا অনুবাদ:- হে আল্লাহ্! আমি তোমার নামে মৃত্যুবরণ করছি এবং জীবিত হবো। (অর্থাৎ শয়ন করি ও জাগ্রত হই)। (বুখারী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯৬, হাদীস: ৬৩২৫) (৩) আসরের পর ঘুমালে স্মরণ শক্তি কমে যায়। প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আসরের পর ঘুমায় আর তার বুদ্ধি কমে যায়, তবে সে যেন নিজেকে তিরস্কার করে।” (মুসনাদে আবি ইয়াল্লা, ৪র্থ খন্ড, ২৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৮৯৭) (৪) দুপুরে কায়লুলা (অর্থাৎ কিছুক্ষণ শয়ন করা) মুস্তাহাব। (আলমগীরী, ৫ম খন্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা) সদরুস শরীয়া, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: যথাসম্ভব এটা ঐ সমস্ত

লোকদের জন্য হবে, যারা রাত জেগে ইবাদত করে, নামায আদায় করে, আল্লাহ পাকের যিকির করে কিংবা কিতাব পাঠ করে অথবা অধ্যয়নে ব্যস্ত থাকে। কেননা, রাত জাগার কারণে যে ক্লাস্তি আসে তা দূর হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ৭৯ পৃষ্ঠা) (৫) দিনের শুরুতে কিংবা মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে ঘুমানো মাকরুহ। (আলমগীরী, ৫ম খন্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা) (৬) পবিত্রাবস্থায় ঘুমানো মুস্তাহাব এবং (৭) কিছুক্ষণ ডান পার্শ্ব হয়ে ডান হাত গালের নিচে রেখে কিবলামুখী হয়ে শয়ন করণ এরপর বাম পার্শ্ব হয়ে শয়ন করণ। (প্রোগুক্ত) (৮) শয়ন করার সময় কবরে শয়ন করার কথা খেয়াল করণ। কেননা, সেখানে একা শয়ন করতে হবে আপন আমল ব্যতীত কেউ সঙ্গী হবে না, (৯) শয়ন করার সময় আল্লাহ পাকের স্মরণ, তাহলীল ও তাসবীহ পাঠ করতে থাকুন, (অর্থাৎ- $لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ$ - অর্থাৎ- $لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ$ পড়তে থাকুন) ঘুম আসা পর্যন্ত এভাবে করতে থাকুন। কেননা, মানুষ যে অবস্থায় শয়ন করে ঐ অবস্থায় উঠে এবং যে অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে কিয়ামতের দিন ঐ অবস্থায় উঠবে। (প্রোগুক্ত) (১০) জাখত হওয়ার পর এ দোয়া পাঠ করণ: $اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اٰخِيَانًا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاَلِيَّهَ النُّشُوْرُ$ (বুখারী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৩২৫) **অনুবাদ:** সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর

জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন এবং তারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (১১) ঐ সময় এ বিষয়ের দৃঢ় সংকল্প করণ পরহেয়গারী ও তাকওয়া অবলম্বন করবো, কারো উপর জুলুম করবো না। (ফতোওয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খন্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা) (১২) যেসব বালক বা বালিকার বয়স ১০ বছর হয়েছে তাদেরকে আলাদা আলাদা ভাবে ঘুমানোর ব্যবস্থা করা উচিত বরং এ বিষয়ের বালককে সমবয়সী কিংবা তার চাইতে বড় পুরুষের সাথে ঘুমাতে দিবেন না। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৩০ পৃষ্ঠা) (১৩) স্বামী স্ত্রী যতক্ষণ একসঙ্গে শয়ন করবে, ততক্ষণ দশ বছর বয়সী সন্তানকে নিজের সাথে রাখবে না। সন্তানের যখন উত্তেজনা শক্তি আসে, তখন সে সাবালক হয়ে গেলো। (দুররে মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৩০ পৃষ্ঠা) (১৪) ঘুম থেকে উঠে প্রথমে মিসওয়াক করণ, (১৫) রাতে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করা তো সৌভাগ্যের ব্যাপার। প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “ফরয নামাযের পর সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে রাতের নামায।” (সহীহ মুসলিম, ৫৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৬৩)

সফরের ৩৫টি সুন্নাত ও আদব

(১) শরয়ী মুসাফির ঐ ব্যক্তি তিন দিনের দূরত্বের রাস্তা গমনের সংকল্প করে আপন আবাসভূমি তথা শহর বা গ্রাম থেকে বের হয়ে গেলো। স্থলভাগে সফরে তিন দিনের দূরত্ব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সাড়ে সাতান্ন মাইল তথা ৯৩ কিঃমিঃ এর দূরত্ব (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৮ম খন্ড, ২৪৩-২৭০ পৃষ্ঠা) (২) শরয়ী সফরকারীর জন্য প্রয়োজন সফরে সম্মুখীন হওয়া বিষয়বলির বিধিবিধান শিখে নেয়া। (মাকতাবাতুল মদীনা কত্বক প্রকাশিত মুসাফিরের নামায রিসালাটি অধ্যয়ন অতিব উপকারী) (৩) বুখারী শরীফে বর্ণিত রয়েছে: নবী করীম **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** তাবুক যুদ্ধে বৃহস্পতিবার রাওনা হয়েছিলেন আর নবী করীম **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** বৃহস্পতিবার রাওনা হতে পছন্দ করতেন। (বুখারী ২/২৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৯৫০) (৪) সফরে বের হওয়ার উত্তম দিন হলো সোমবার, বৃহস্পতিবার এবং শনিবার। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৩ খন্ড, ৪০০ পৃষ্ঠা) (৫) **হযুর পুরনুর** **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** সফরে আপন সঙ্গীদের চেয়ে বেশি আনন্দে থাকার জন্য সফরে যাওয়ার পূর্বে নিম্নোক্ত অযীফা পড়ার জন্য শিক্ষা দিয়েছেন: (ক) সূরা কাফেরুন্ (খ) সূরা নসর, (গ) সূরা ইখলাস, (ঘ) সূরা ফালাক, (ঙ) সূরা নাস, প্রত্যেক

সূরা একবার করে এবং প্রতিটির শুরুতে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ এবং সবার শেষেও একবার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পড়ে নিন। (এভাবে সূরা সমূহ পাঁচ টি হবে এবং بِسْمِ اللّٰهِ শরীফ ছয়বার হবে)। হযরত সাযিয়্যুনা জরীর বিন মুতইম رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি সম্পদশালী ছিলাম। কিন্তু যখন সফরে বের হতাম, সঙ্গীদের চেয়ে অবস্থা করুণ হয়ে যেতো। উপরোক্ত সূরা সমূহ সফরে বের হওয়ার পূর্বে সর্বদা পড়া শুরু করলাম, এগুলোর বরকতে ফিরে আসা পর্যন্ত ভালো অবস্থায় এবং সম্পদশালী থাকতাম। (আবু ইয়লা ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৩৬২)

(৬) চলার সময় আপন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সাক্ষাত করবে এবং ভুল ক্রটির জন্য ক্ষমা চাইবে। আর তাদের উচিত অন্তর থেকে ক্ষমা করে দেয়া। (বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ড, ১০৫২ পৃষ্ঠা) (৭) সফরের পোশাক পরিধান করে চার রাকাত নফল নামায সূরা ফাতেহা ও সূরা ইখলাস দিয়ে আদায় করে বের হবে। ঐ রাকাত সমূহ ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবার ও সম্পদের দেখাশুনা করবে। (৮) দুই রাকাতও পড়া যায়। হাদীস শরীফে রয়েছে, কেউ যেন আপন পরিবারের নিকট ঐ দুই রাকাতের চেয়ে উত্তম কিছু রেখে না যায়, যা সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে তাদের নিকটে আদায় করেছে। (মুসান্নফে আবি

শায়বা, ১ম খন্ড, ৫২৯ পৃষ্ঠা) (৯) সফরে যদি তিন বা তাতোধিক ইসলামী ভাই বের হয় তখন একজনকে আমীর বা দলের প্রধান মেনে নেয়া সুন্নাত। হাদীস শরীফে রয়েছে- যখন সফরে তিনজন হবে, তখন একজনকে নিজেদের আমীর বা দলের প্রধান বানিয়ে নিবে। (আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ৫১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৬০৯)

(১০) আমীর নির্ণয় করার ফলে কাজ নিয়ম তান্ত্রিক হয়। আর আমীর ঐ ব্যক্তিকে বানাবে, যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী, বুদ্ধি সম্পন্ন ধার্মিক। আর আমীর বা দলের প্রধানের উচিত সাথীদের আরাম-আয়েশকে নিজের আরাম-আয়েশের উপর প্রধান্য দেয়া। (বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ড, ১০৫২ পৃষ্ঠা)

(১১) আয়না, চিরুণি, সুরমা, মিসওয়াক সাথে রাখা সুন্নাত। (বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ড, ১০৫১ পৃষ্ঠা) (১২) আলা হযরতের আব্বাজান

মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ लिखेन: नबी करीम रउफुर रहीम, हयुर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ सफरकाले साथे

(১) মিসওয়াক (২) সুরমা (৩) আয়না (৪) চিরুণী (৫) কাঁচি (৬) সুঁই (৭) সুতো নিজের সাথে রাখতেন। (আনওয়ারে জামালে

মুস্তফা, ১৬০ পৃষ্ঠা) অপর বর্ণনায় রয়েছে, (৮) তেলের কথাও উল্লেখ রয়েছে। (সুরুলিল হুদা, ৭/৩৪৭) (১৩) আল্লাহ পাকের যিকিরের দ্বারা

অন্তর ভালো থাকে, ফিরিশতারা সঙ্গে থাকবে। পক্ষান্তরে মন্দ কবিতা, অহেতুক কথাবার্তায় লিপ্ত থাকলে শয়তান সঙ্গী

থাকবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০ম খন্ড, ৭২৯ পৃষ্ঠা) (১৪) যদি দুশমন বা ডাকাতির ভয় থাকে, তবে সূরা কুরাইশ পড়ে নিন। **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** সকল প্রকার বিপদ থেকে নিরাপত্তা মিলবে, এটা পরীক্ষিত আমল। (আল হিছনুল হাসীন, ৮০ পৃষ্ঠা) (১৫) সফর কিংবা মুকিম যখনই কোন দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হবে **لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ** এবং **حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ** বেশি করে পাঠ করবে, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** সমস্যা দূরীভূত হবে। (১৬) সফরের ক্ষেত্রে রাস্তায় উঁচু জায়গার দিকে বা সিঁড়িতে উঠার সময় “**اللَّهُ أَكْبَرُ**” এবং সিঁড়ি কিংবা ঢালু জায়গা থেকে নামার সময় **اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ** বলবে। (১৭) যদি কোন ব্যক্তি সফরে যায় তবে মুসাফিরের সাথে মুসাফাহা করবে এবং তার জন্য এই দোয়া করবে: **أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ** অর্থাৎ- আমি তোমার দীন, তোমার আমানত এবং তোমার আমলের শেষ দিককে আল্লাহ্ পাকের নিকট সোপর্দ করলাম। (আল হিছনুল হাসীন, ৭৯ পৃষ্ঠা) (১৮) মুকীমের জন্য মুসাফির এই দোয়া করবেন: **أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا يُضَيِّعُ وَدَائِعَهُ** অর্থাৎ- আমি তোমাকে আল্লাহ্ পাকের নিকট সোপর্দ করলাম, যিনি গোপন আমানত সমূহকে ধ্বংস করেন না। (ইবনে মাজাহ, ৩য় খন্ড, ৩৭২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৮২৫) (১৯) ঘরে পৌঁছে এই দোয়া পড়বে: **أَعُوذُ بِكَ يَا اللَّهُ مِنَ الثَّمَامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْتَ** অর্থাৎ- আমি আল্লাহ্ পাকের পরিপূর্ণ

শব্দাবলির মাধ্যমে সমগ্র সৃষ্টির মন্দ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** প্রত্যেক প্রকার ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকবে। (আল হিছনুল হাছীন, ৮২ পৃষ্ঠা) (২০) মুসাফিরের দোয়া কবুল হয়। তাই নিজের জন্য, পিতা-মাতার জন্য পরিবারবর্গ ও সকল মুসলমানদের জন্য দোয়া করে নিন। (২১) সফরে কোন ব্যক্তি অসুস্থ হলে বা অজ্ঞান হলে তখন তার সফর সঙ্গীরা তার সেবার প্রয়োজনে তার সম্পদ অনুমতি ব্যতীত ব্যয় করতে পারবে। (দুরকুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৩২৪ পৃষ্ঠা) (২২) মুসাফির নামায কসর করা ওয়াজিব। অর্থাৎ চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামায দুই রাকাত পড়বে। (বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ড, ৭৪৩ পৃষ্ঠা। ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা) (২৩) মাগরিব এবং বিতির নামাযের কসর নেই। (২৪) সুন্নাত সমূহে কসর নেই বরং সেগুলোর পূর্ণ রাকাত পড়তে হবে, ভয় বা আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় সুন্নাত সমূহ ছেড়ে দেয়া যাবে এবং নিরাপদ অবস্থায় সুন্নাত সমূহ আদায় করতে হবে। (২৫) চেষ্টা করবেন উড়োজাহাজ, রেলগাড়ী এবং বাসে এমন সময়ে আরোহন করতে, যার মাঝে নামাযের ওয়াক্ত না আসে। (২৬) সফরে শয়নের সময় কখনো যেন এমন না হয় যে, **مَعَاذَ اللَّهِ** (আল্লাহর পানাহ!) নামায কাযা হয়ে যায়। (২৭) সফর অবস্থায় নামাযে কখনো অলসতা করবেনা। বিশেষত উরোজাহাজ, রেলগাড়ী দূর

পাল্লার বাসে উঠার পূর্বে নামাযের জন্য পূর্ব থেকে অযু প্রস্তুত রাখবেন। (২৮) মাঝপথে বাস নষ্ট হয়ে গেলে ড্রাইভার কিংবা মালিকদের বকাবকি করে নিজের আখিরাতকে নষ্ট করার পরিবর্তে ধৈর্য সহকারে কাজ সমাধান করবেন এবং জান্নাত লাভের আকাঙ্ক্ষায় যিকির ও দরুদ শরীফ পাঠে ব্যস্ত থাকবেন। (২৯) রেলগাড়ি, বাস প্রভৃতিতে অপর মুসাফির ভাইদের প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি দৃষ্টি রেখে তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করবে। নিঃসন্দেহে নিজে কষ্ট করবে কিন্তু তাদের শান্তি প্রদান করবে। (৩০) বাস, গাড়ি ইত্যাদিতে উচ্চস্বরে কথা-বার্তা বলে এবং অট্টহাসি দিয়ে অন্য মুসাফিরদের ব্যাপারে মন্দ ধারণা করবেন না। (৩১) ভীড়ের সময় কোন দুর্বল বা অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখলে সাওয়াবের নিয়তে তাকে গাড়িতে আপন সিটে বসার প্রস্তাব করবেন। (৩২) যথা সম্ভব গান-বাজনা মুক্ত গাড়ির মাধ্যমে সফর করবেন। (৩৩) সফর থেকে ফিরে আসার সময় ঘরের সদস্যদের জন্য হাদিয়া-তোহফা নিয়ে আসবেন। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন, যখন কেউ সফর থেকে বাসায় ফিরে আসে, তখন ঘরের সদস্যদের জন্য কিছু না কিছু হাদিয়া-তোহফা নিবে, যদিও আপন ঝুলিতে পাথর ঢেলে নিবে। (ইবনে আসাকির, ৫২তম খন্ড, ২৩০ পৃষ্ঠা) (৩৪) শরয়ী সফর থেকে

ফিরে আসার সময় মাকরুহ ওয়াজ্জ না হলে সর্ব প্রথম আপন এলাকার মসজিদে এবং যখন ঘরে পৌঁছবে তখন ঘরেও দু'রাকাত নফল নামায আদায় করবে। (৩৫) মুসাফিরের দোয়া কবুল হয়ে থাকে। (তিরমিযী ৫/২৮০ পৃষ্ঠা হাদীস ৩৪৫৯)

মিসওয়াকের ২২টি মাদানী ফুল

প্রিয় নবী ﷺ এর দু'টি হাদীস শরীফ:

(১) মিসওয়াক করে দুই রাকাত নামায আদায় করা মিসওয়াক ছাড়া ৭০রাকাতের চেয়ে উত্তম। (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ১ম খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮) (২) মিসওয়াকের ব্যবহার নিজের জন্য আবশ্যিক করে নাও কেননা, তাতে মুখের পরিচ্ছন্নতা এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির মাধ্যম রয়েছে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খন্ড, ৪৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৮৬৯) (৩) নবী করীম রউফুর রহীম ﷺ প্রত্যেক রাতে কয়েকবার মিসওয়াক করতেন, প্রত্যেক বার শয়ন করার সময় এবং জাগ্রত হয়েও। (ইহইয়াউল উলুম, ১/১০১৯) (৪) ভালো নিয়ত ব্যতীত মিসওয়াক করার দ্বারা শারীরিক উপকারীতা অর্জিত হবে কিন্তু সাওয়াব পাওয়া যাবে না। যেমন: অযুর জন্য মিসওয়াক করার সময় এই তিনটি নিয়ত করে নিন: আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন, সুন্নাত আদায় এবং যিকির ও দরুদ শরীফ আদায়ের জন্য মুখ পরিষ্কার

রাখার উদ্দেশ্যে মিসওয়াক করবো। (৫) মাশায়েখে কেলাম বলেন: “যে ব্যক্তি মিসওয়াকে অভ্যস্ত হয়, মৃত্যুর সময় তার কলেমা পড়া নসীব হয় এবং যে আফিম (এক প্রকার নেশার বস্তু) খায়, মৃত্যুর সময় তার কলেমা নসীব হবে না।” (বাহারে শরীয়ত, ১/২৮৮ পৃষ্ঠা) (৬) হযরত সাযিয়দুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, মিসওয়াকে দশটি গুণাগুণ রয়েছে: মুখ পরিষ্কার করে, মাড়ি মজবুত করে, দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়, কফ দূর করে, মুখের দুর্গন্ধ দূর করে, সুন্নাতের অনুসরণ হয়, ফিরিশতারা খুশি হয়, আল্লাহ্ পাক সন্তুষ্ট হন, নেকী বৃদ্ধি করে, পাকস্থলী ঠিক রাখে। (জামউল জাওয়ামি' লিসসুয়ত্বী, ৫ম খন্ড, ২৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৪৮৬৭) (৭) ঘটনা; হযরত সাযিয়দুনা আবদুল ওয়াহাব শারানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: একবার হযরত সাযিয়দুনা আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওয়ুর সময় মিসওয়াকের প্রয়োজন হয়। খুঁজে দেখা হলো কিন্তু পাওয়া গেল না। এজন্য এক দীনারের (অর্থাৎ একটি স্বর্ণের মূদ্রা) বিনিময়ে মিসওয়াক কিনে ব্যবহার করলেন। কিছু লোক বলল: এটা তো আপনি অনেক বেশি খরচ করে ফেলেছেন! কেউ এতো বেশি দাম দিয়ে কি মিসওয়াক নেয়? হযরত আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: নিঃসন্দেহে এই দুনিয়া এবং এর সকল বস্তু আল্লাহ্ পাকের নিকট মশার ডানার সমপরিমাণও

মূল্য রাখে না। যদি কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তবে আমি কি জবাব দেব, “তুমি আমার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সুন্নাত কেন ছেড়ে দিলে?” যে ধন সম্পদ আমি তোমাকে দিয়েছিলাম তার বাস্তবতা তো আমার কাছে মশার ডানার সমপরিমাণও ছিল না। আর এ তুচ্ছ সম্পদ এই মহান সুন্নাতকে (মিস্‌ওয়াক) পালনের জন্য কেন খরচ করলেনা? (লাওয়াকিহুল আনওয়ার থেকে সংক্ষেপিত, ৩৮ পৃষ্ঠা)

(৮) হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: চারটি জিনিস আকল তথা জ্ঞান বৃদ্ধি করে: অনর্থক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা, মিস্‌ওয়াকের ব্যবহার, নেক্‌কার লোকদের সংস্পর্শ এবং নিজের জ্ঞানের উপর আমল করা। (ইহুইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা)

(৯) মিস্‌ওয়াক পিলু, যয়তুন, নিম ইত্যাদি তিজ্জ গাছের হওয়া চাই। (১০) মিস্‌ওয়াক যেন কনিষ্ঠা আগুলের সমান মোটা হয়। (১১) মিস্‌ওয়াক যেন এক বিঘত পরিমাণ থেকে বেশি লম্বা না হয়। বেশি লম্বা হলে সেটার উপর শয়তান আরোহণ করে। (১২) মিস্‌ওয়াকের আঁশ যেন নরম হয়, শক্ত আঁশ দাঁত এবং মাড়ির মধ্যে ফাঁক (GAP) সৃষ্টি করে। (১৩) মিস্‌ওয়াক যদি তাজা হয় তবে খুব ভাল নতুবা কিছুক্ষণ পানির গ্লাসে ভিজিয়ে রেখে নরম করে নিন। (১৪) মিস্‌ওয়াকের আঁশ প্রতিদিন কাটা উচিত,

আর্শগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত ফলদায়ক থাকে, যতক্ষণ মিস্ওয়াকে তিজ্তা অবশিষ্ট থাকে। (১৫) দাঁতের প্রস্থে মিস্ওয়াক করুন। (১৬) যখনই মিস্ওয়াক করবেন কমপক্ষে তিনবার করুন। (১৭) মিস্ওয়াক প্রত্যেকবার ধুয়ে নিন। (১৮) মিস্ওয়াক ডান হাতে এভাবে ধরুন যেন কনিষ্ঠা আঙ্গুল মিস্ওয়াকের নিচে এবং মধ্যবর্তী তিন আঙ্গুল উপরে থাকে, আর বৃদ্ধাঙ্গুল মাথায় থাকে। (১৯) প্রথমে ডান দিকের উপরের দাঁত সমূহে মিস্ওয়াক করবেন, অতঃপর বাম দিকের উপরের দাঁত সমূহে, তারপর ডান দিকের নিচের দাঁত সমূহে, এরপর বাম দিকের নিচের দাঁত সমূহের উপর মিস্ওয়াক করবেন। (২০) মুঠি বেঁধে মিস্ওয়াক করার কারণে অর্শ্বরোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। (২১) মিস্ওয়াক ওয়ুর পূর্ববর্তী সুন্নাত। অবশ্য সুন্নাতে মুআক্কাদা ঐ সময় হবে যখন মুখে দুর্গন্ধ হয়। (ফাতোওয়ায়ে রযবীয়া থেকে সংকলিত, ১ম খন্ড, ৬২৩ পৃষ্ঠা)

(২২) মিস্ওয়াক যখন ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে যায়, তখন সেটাকে ফেলে দিবেন না; কেননা, এটা সুন্নাত পালনের উপকরণ। সেটাকে কোন জায়গায় সতর্কভাবে রেখে দিন কিংবা দাফন করে ফেলুন, অথবা পাথর বা ভারী জিনিস দিয়ে বেঁধে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিন।

সুন্নাত জীবিত করার ফযীলত

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، هَيُّوْر
ইরশাদ করেন: যে আমার কোন এমন
সুন্নাতকে জীবিত করেছে যা আমার
পরে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো, তবে
তার ঐ সকল লোকদের সমপরিমাণ
সাওয়াব অর্জিত হবে যে এই সুন্নাতের
উপর আমল করবে আর ঐ সকল
আমলকারীর সাওয়াবে কোনরূপ
কমতি হবে না।

(তিরমিযী, ৪/৩০৯, হাদীস: ২৬৮৬)



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৩২ আপরকিয়া, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফরহানে মদীনা জামে মসজিদ, জলপথ মোড়, সালেদাবাস, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৩৫১৭

আল-ফাতাহ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৩২ আপরকিয়া, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশরীপাট্টা, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৩১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net